প্রথম আলো

5 JAN 2017

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে খাতা দেখার প্রশ্নে রুল

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার খাতা দেখতে সঠিক ও প্রয়োজনীয় সময় বরাদ্দ দেওয়ার জন্য কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল দিয়েছেন হাইকোর্ট। পাশাপাশি যোগ্য ও অভিজ্ঞ শিক্ষক দিয়ে এসব পরীক্ষার খাতা দেখাতে বিবাদীদের নিষ্ক্রিয়তা কেন বেআইনি হবে না, রুলে তা-ও জানতে চাওয়া হয়েছে।

বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী ও বিচারপতি জে বি এম হাসানের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এক রিট আবেদনের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে গতকাল বুধবার এ রুল দেন। শিক্ষাসচিব ও বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানসহ বিবাদীদের চার সপ্তাহের মধ্যে রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে।

গত বছরের ২৩ নভেম্বর 'পরীক্ষার খাতা দেখায় নৈরাজ্য' শিরোনামে একটি জাতীয় দৈনিকে প্রতিবেদন ছাপা

যোগ্য ও অভিজ্ঞ শিক্ষক দিয়ে এসব পরীক্ষার খাতা দেখাতে বিবাদীদের নিষ্ক্রিয়তা কেন বেআইনি হবে না, রুলে তা-ও জানতে চাওয়া হয়েছে

হয়। প্রতিবেদনটি যুক্ত করে হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশের পক্ষে দুই আইনজীবী ১ জানুয়ারি জনস্বার্থে রিটটি করেন। আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী মনজিল মোরসেদ। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল মোতাহার হোসেন সাজু।

প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর প্রতিবছর সেই ফল পর্যালোচনার জন্য শিক্ষার্থীদের আবেদনের সংখ্যা বাড়ছে। ২০১৪ সালে ৮ সাধারণ বোর্ডসহ ১০ শিক্ষা বোর্ডে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল পুনর্নিরীক্ষণের জন্য আবেদন করেছিল ৪৩ হাজার শিক্ষার্থী। গত বছর সে সংখ্যা ছিল ১ লাখ ২৯ হাজার ৩০১। এ বছর আবেদন করেছিল ১ লাখ ৭২ হাজার ৬৫৮ শিক্ষার্থী। পুনর্নিরীক্ষার আবেদন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফল রদবদলের হারও বেড়েছে। ২০১৫ সালে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় ১০ শিক্ষা বোর্ডে ফল পরিবর্তন হয়েছিল ২ হাজার ৯১ শিক্ষার্থীর। এর মধ্যে অকৃতকার্য থেকে কৃতকার্য হয়েছে ৪০৪ জন, নতুন করে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪৪১ জন। বাকিদের গ্রেড পরিবর্তন হয়েছে। এ বছর ১০ বোর্ডে ফলাফল পরিবর্তন হয়েছে ৪ হাজার ১৫২ জনের। এর মধ্যে অকৃতকার্য থেকে কৃতকার্য হয়েছে ১ হাজার ৮৫২ জন, নতুন করে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৮১১ জন। বাকিদের গ্রেড পরিবর্তন হয়েছে।